Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ৯: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

বেড়িবাঁধে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি

বনবিভাগ গৃহিত বেড়িবাঁধে সামাজিক বনায়নের নেতৃত্ব দিচ্ছে পশ্চিম শোভনা উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দল। বেড়িবাঁধ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তি। খুলনার ২৬ পোল্ডারের বেড়িবাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে এই পশ্চিম শোভনা উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দল।

বেড়িবাঁধে বৃক্ষ রোপনের পর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গাছ থেকে অর্জিত অর্থের একটা অংশ পানি ব্যবস্থাপনা দলের যৌথ তহবিলে জমা হবে এবং গাছ লাগানোর ফলে বাঁধ সুরক্ষিত হবে। আর এ কারণেই পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা গাছ লাগানো ও তা রক্ষণাবেক্ষণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনে আগ্রহী হয়ে উঠে।

বৃক্ষরোপনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই কর্মসূচির সাথে পানি ব্যবস্থাপনা দলের কোন সম্পৃক্ততা ছিলনা। পরে দলটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অংশীদারিত্ব চেয়ে আবেদন করে। আবেদনের প্রেক্ষিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিখিতভাবে বৃক্ষ রোপনে পানি ব্যবস্থাপনা দলকে সম্পৃক্ত করার নির্দেশ দেন।

ইতিমধ্যে তেলিগাতি থেকে আড়ুয়াখারী পর্যন্ত প্রায় ৩ কি.মি. জায়গায় ১৩ হাজারের মত গাছ লাগানো হয়েছে। গাছের মধ্যে আছে ইউক্যালিপটাস, মেহগনি, আকাশমনি, জাম, পেয়ারা, তেঁতুল, বাবলা, অর্জুনসহ অন্যান্য দেশীয় প্রজাতি। চারার টাকা বন বিভাগের হলেও পানি ব্যবস্থাপনা দলের পক্ষ থেকে ছোট খাট খরচ বহন করা হচ্ছে। চারা লাগানোর পরে পুরো ৩ কিলোমিটার এলাকার গাছের চারার পরিচর্যা করছে এই দলটি। এমন উদ্যোগে বেড়িবাঁধ আরো মজবুত ও টেকসই হবে। ঝড়ো হাওয়ায় এ গাছগুলো গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনবে। বেড়িবাঁধ সুরক্ষায় জনগণের সক্রিয় অংশীদারিত্ব স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করবে বলে জানান পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা।

পতিত খালে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ

পটুয়াখালীর পোল্ডার ৪৩/২ই দক্ষিণ সেহাকাটি দক্ষিণ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা নিজ উদ্যোগে সুন্দুরবাড়িয়া শাখা খালের কচুরিপানা এবং দলঘাস পরিষ্কার করেছে। খালটি পরিষ্কারের প্রধান উদ্দেশ্য পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও মাছ চাষ করা।

দীর্ঘদিন ধরে কচুরিপানার কারণে খালটি ভরাট হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতিরিক্ত পরিমানে কচুরিপানা ও দলঘাসের কারণে বিলের পানি ঠিকভাবে নামতে পারতো না। পাশাপাশি কচুরিপানা এবং ঘাস পচে খালটিও দিন দিন ভরাট হয়ে যাচ্ছিলো। দলীয় সভায় পানি ব্যবস্থাপনা দল কচুরিপানা ও ঘাস পরিষ্কার করে মাছ চাষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রায় ৫০ জন সদস্য একত্রিত হয়ে খালটি পরিষ্কার করে ও মাছ চাষের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করে। উপ-কমিটির আহবায়ক মো. দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, মূলত পানি ব্যবস্থাপনা দল ও মাছ চাষীদের আয় বৃদ্ধির জন্য আমরা এই খালে মাছ চাষ করছি। আমরা ২০ জন মাছ চাষে সরাসরি জড়িত হলেও পানি ব্যবস্থাপনা দল আমাদের সাথে আছে। মাছ চাষ থেকে অর্জিত আয়ের ৫% জমা হবে পানি ব্যবস্থাপনা দলের যৌথ তহবিলে, এই মর্মে লিখিত চুক্তি করেছি।

এবছর কচুরিপানা ও দলঘাস অপসারণ করে সংশ্লিষ্ট জমির পানি সময়মত নামানো সম্ভব হয়েছে এবং পরিকল্পনা মাফিক মাছ চাষ করা হচ্ছে। আগামীতে এ ধরনের কার্যক্রম আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে এই পানি ব্যবস্থাপনা দলের।

নেদারল্যান্ডস রাষ্ট্রদূতের বাপাউবো কর্মশালায় যোগদান

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সভাকক্ষে 'রিভিউ দ্য ইনোভেটিভ ডিজাইন ফর ব্যাঙ্ক প্রটেকশন ওয়ার্কস ফর দ্য পোল্ডার ২৯' শীর্ষক এক কর্মশালা ২৪ এপ্রিল ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজকীয় নেদারল্যান্ডস সরকারের রাষ্ট্রদূত লিওনি মারগারেটা কুলিনারে এবং সভাপতিত্ব করেন বাপাউবো এর তৎকালীন মহাপরিচালক মো. জাহাঙ্গীর কবীর। কর্মশালার শুরুতেই মহাপরিচালক রাষ্ট্রদূতের হাতে বাপাউবো এর স্মারক তুলে দেন।

কর্মশালায় দ্য ইনোভেটিভ ডিজাইন ফর ব্যাঙ্ক প্রটেকশন ওয়ার্কস বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাপাউবো এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন। এরপর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এ এম অমিনুল হক, ব্লু গোল্ড টিম লিডার গাই জোনস ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ড. এরিক মোসেলমান নদী ভাঙ্গন, তার কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে আলোকপাত করেন। বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই দিকনির্দেশনামূলক আলোচনাগুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মতামত ব্যক্ত করেন। উপস্থাপনাসহ কারিগরী সেশন পরিচালনা করেন প্রকৌশলী মো. আব্দুর রহমান আকন্দ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা)। কারিগরী সেশন, প্রশ্নোত্তর এবং সমাপনী পর্ব পরিচালনা করেন বর্তমান মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো. মাহফুজুর রহমান।

কর্মশালা আয়োজনে সহায়তা প্রদান করার জন্য ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাস এবং কর্মশালার উপস্থাপক ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান প্রকৌশলী মো. আমিরুল হোসেন, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটিং ডাইরেক্টর, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম।

কর্মশালা শুরুর আগে নেদারল্যান্ডস এর রাষ্ট্রদূত লিওনি মারগারেটা কুলিনারে এবং দূতাবাসের প্রথম সচিব পিটার দ্য ভ্রিস ওয়াপদা ভবনে মহাপরিচালকের সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন।

ব্লু গোল্ড বার্তা

সফল নারী উদ্যোক্তা-বিনীতা রায়

দুই সন্তানের জননী বিনীতা রায় একজন সফল নারী উদ্যোক্তা, সেবাদানকারী ও দক্ষ কৃষক। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ২৯ পোল্ডারের কাঞ্চন নগর পানি ব্যবস্থাপনা দলের সহ-সভাপতি। বাজারভিত্তিক কৃষক মাঠ স্কুল থেকে প্রাপ্ত ব্যবসায়ীক জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিনীতা রায় হয়ে উঠেছেন একজন দক্ষ ব্যবসায়ী সেবাদানকারী। যৌথভাবে কৃষি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন পদক্ষেপ এলাকায় নজির স্থাপন করেছে। বিভিন্ন কোম্পানি ও উপকরণ বিক্রেতাদের সাথে কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যমে যৌথভাবে মানসম্পন্ন তিল ও ধানের বীজ ক্রয় করেছেন। আবার, পাইকারের সাথে যোগাযোগ করে তিল, সজিনা ও আমন ধান দলীয়ভাবে বিক্রি করে নিজের ও দলের সদস্যদের আর্থিকভাবে লাভবান করতে পেরেছেন। এছাড়াও তিনি, বসতবাড়িতে খামার ভিত্তিক ব্রয়লার মুরগী পালনসহ কাঞ্চন নগর বাজারের একজন সফল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (মুদি দোকানদার)। স্বামীকে কৃষি কাজে কারিগরী সহযোগিতা ছাড়াও 'কৃষি যে একটি ব্যবসা' এই ধারনাটি সকলের মাঝে বিস্তারে তার রয়েছে অনেক অবদান।

বিনীতা রায় এমএফএস এর সকল সেশনে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং দলকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ক্ষুদ্র দল

পরিচালনা, ট্রায়াল প্লট ব্যবস্থাপনা এবং দলকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা প্রশংসনীয় ও ইতিবাচক। তিনি এমএফএস সেশনের মাধ্যমে শস্য বাজেট তৈরি, বাজার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, লিংকেজ এবং নেটওয়ার্কিং এ পারদর্শী। যৌথ কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন ধরনের বাজার উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন তিনি। এছাড়াও আরএফ প্রশিক্ষণ, মার্কেট অ্যাক্টর কর্মশালা, শিখন ভিজিট, কৃষক মাঠ দিবস আয়োজন এবং বিভিন্ন কোম্পানি ও ডিলারদের সাথে ব্যবসায়ীক সম্পর্ক উন্নয়নে সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

বিনীতা রায়ের নেতৃত্বে যৌথ কার্যক্রম গ্রামে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কাঞ্চন নগর পানি ব্যবস্থাপনা দলের বেশীরভাগ সদস্য এখন বুঝতে পেরেছেন *'কৃষি একটি ব্যবসা'*। তার দলীয়ভাবে সজিনা বিক্রি দেখে ইউনুস, দেবাশীষ, বিধান, বিশ্বজিৎ, বুদ্ধিশ্বর, পলাশ ও অশোকসহ গ্রামের অনেকেই এ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তারা এখন কৃষকের সবজি যৌথভাবে সংগ্রহ করে সোনাডাঙ্গা সবজি আড়তে বিক্রি করছে ও অধিক লাভবান হচ্ছে। বিনীতার দেখাদেখি এলাকার অন্য নারীরাও এ ধরনের কাজে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
জুন ২০১৭ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	২২টি
পানি ব্যবস্থাপনা দল (ডব্লিউএমজি)	৩৫৬টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য	৮৯,০৮১ (নারী ৩৮,১৪৪; পুরুষ ৫০,৯৩৭)
নিবন্ধন প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দল	৩৪৮টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএমএ)	৩৯টি
সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা দল	২৬টি (২০১৬-১৭, ১১টি, ২০১৭-১৮, ১৫টি)
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	কারিগরি সহায়তা টিম ৫১০টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৪২৮টি
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০; মাছ ১৬; প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৭টি, এমএফএস ১৯৪; পুরুষ ২৯৪৪, নারী ১৮২৪
বেড়িবাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	১২২ কিলোমিটার
স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার	১১৮টি
খাল খনন/পুন:খনন	১৩৭.৫২ কিলোমিটার
পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য	২৩,৬৩৮ (নারী ৮,৪৭২; পুরুষ ১৫,১৬৬)
এলসিএস কাজে অংশগ্রহণকারী	২১,৬০৯ (নারী ৮,০৯১, পুরুষ ১৩,৫১৮)
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সঞ্চয় তহবিল	১,১৯,৩৬,২০৮ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল	২,০৩,৬২৫ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	৪১টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: WMG Tracker, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

প্রকল্প অবহিতকরণ সভা

ব্লু গোল্ড কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনার ডুমুরিয়া, ফুলতলা ও বটিয়াঘাটা এবং সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলায় জুলাই ও আগস্ট মাসে এই অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপজেলা পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন, উপজেলার আওতাভুক্ত ইউপি চেয়ারম্যান ও পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ব্লু গোল্ড এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটিং ডাইরেক্টর, টিম লিডার-টিএ টিম, স্ব স্ব জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল, উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের সাথে ব্লু গোল্ড কর্মসূচিকে পরিচিত করানো, কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ধারনা প্রদান ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে উভয় পক্ষের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ তুলে ধরা। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে থেকে ব্লু গোল্ড কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। সকলের স্বর্তস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ও কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড এর পক্ষ থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এই অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে ব্লু গোল্ড কর্মসূচির সাথে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সহযোগিতা, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কুড়ির বিল স্লুইস নির্মাণ

পোল্ডার ২৬ খুলনায় ডব্লিউএমজি, ডব্লিউএমএ এবং জমির মালিকদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কুড়ির বিল স্লুইস নির্মাণের স্থান নির্বাচিত হয়। ঠিকাদার ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পর স্থানীয় কিছু মানুষ জমি অধিগ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত কাজ বাস্তবায়নে বাধা দেয়। পরে ঠিকাদার পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং ব্লু গোল্ড এর সহায়তা কামনা করেন। নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা বিভাগ-১ নেতৃত্বে ইউপি চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত বৈদ্য, ডব্লিউএমএ সভাপতি শ্যামল মল্লিক, ডব্লিউএমজি সভাপতি ও সদস্যগণ জমির মালিকদের সাথে নিয়ে বিষয়টি সরজমিনে পরিদর্শন করতে যান। উপস্থিত লোকজন স্লুইস স্থাপনের পক্ষে বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। পরে সকলের উপস্থিতিতে জমির মালিকদের সাথে সমঝোতা হয় এবং পরের দিনেই স্লুইস নির্মাণ এবং ডাইভারসন খাল খননের কাজ শুরু হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নির্মিত স্লুইসটি এখন উক্ত এলাকার পানি সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পোল্ডার ৪৩/২ডি

ইউনিয়ন: মরিচবুনিয়া, কালিকাপুর, আউলিয়াপুর (আংশিক), মাদারবুনিয়া (আংশিক), জৈনকাঠি (আংশিক),
উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

এক নজরে পোল্ডার ৪৩/২ডি

বিবরণ	সংখ্যা
পোল্ডারের আয়তন	৬৫০০ হেক্টর
পানি ব্যবস্থাপনা দল	২৯টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন	৫টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য	৭,৫২২ জন (পুরুষ: ৪,৭১৫ নারী: ২,৮০৭)
কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	৪৬টি (সমাপ্ত)
বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	১৮টি (সমাপ্ত), সদস্য : ৪৫০ জন সমান্তরাল শিখন চাষী: ২০০০
নির্বাচিত ভ্যালুচেইন	মুগ ডাল, তেলাপিয়া এবং ধান
কৃষি সেবা প্রদানকারী	কমিডিনিটি পোল্ট্রি ওয়ার্কার ২ কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কার ১
সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা দল	৩টি (২টি চলমান এবং ১ সমাপ্ত)
সমাজভিত্তিক মাছ চাষ	২টি (১টি চলমান এবং ১টি সমাপ্ত)
বেড়িবাঁধ	৪৩ কিলোমিটার
খাল	১৭০ কিলোমিটার
স্লুইস গেট	১৭টি
প্রধান শস্য	ধান ও মুগডাল
প্রধান সমস্যা	শাখা খালসমূহ ভরাট ও রবি মৌসুমে পানির অভাব

কৃষিসেবা প্রদানকারী ব্যবসায়ী হাসান

পশ্চিম পঁচাকোড়ালিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক হাসান। বত্রিশ বছর বয়সী হাসান একজন রিসোর্স ফার্মার। নিজ এলাকায় যৌথভাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে নিজেকে সেবাদানকারী হিসেবে কৃষকদের আস্থা অর্জন করেছে। ২০১৫ সালে মুগ ডাল এমএফএস এর শিখন অধিবেশনের মাধ্যমে যৌথভাবে উপকরণ ক্রয় এবং উৎপাদিত ডাল বিক্রয়ের সুবিধা ও লাভজনক দিক সম্পর্কে ধারনা লাভ করে। ২০১৬ সালে হাসান তার দলের ২২ জন কৃষকের জন্য যৌথভাবে মান সম্পন্ন ১৯০ কেজি মুগ ডালের বীজ ক্রয় করে। হাসানকে কৃষকেরা যাতায়াত খরচ ছাড়াও কেজি প্রতি ১০ টাকা দেন তার সেবা মূল্য। এছাড়াও মুগডাল চাষের জন্য পাশের গ্রাম থেকে পাওয়ার টিলার ভাড়া করে যৌথভাবে জমি চাষের ব্যবস্থা করে হাসান।

গ্রামীণ ইউগ্লেনা কোম্পানির কমিশন এজেন্ট হিসেবেও সে কাজ করছে। গত মৌসুমে ৩৪৩৬ কেজি মুগডাল সংগ্রহ করে গ্রামীণ ইউগ্লেনা থেকে কমিশন হিসেবে ৩৫ হাজার টাকা আয় করেছে। এছাড়া কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি মুগডাল ক্রয় ও আড়তে বিক্রি করে আরও ৬৫ হাজার টাকা আয় করে।

এ বছরও গ্রামীণ ইউগ্লেনা হাসানের নেতৃত্বে ৫ হাজার কেজি মুগডাল ক্রয়ের পরিকল্পনা করেছে। যেখান থেকে সে কমিশন হিসেবে ৫০ হাজার টাকা পাবে। হাসান জানায়, এবছর আমি যৌথভাবে জমি চাষ, মুগ ডাল ও ব্রি ৫২ ধানের বীজ বিক্রি করে ২ লক্ষ টাকার বেশী আয় করার আশা করছি।

নতুন জাত সম্প্রসারণ

ব্লু গোল্ড এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ম প্লাজম সেন্টার যৌথভাবে পোল্ডার এলাকায় নতুন জাতের ফল এবং সবজি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পোল্ডার ৪৩/২ডি এ ড্রাগন, ফ্যাশন এবং সফেদার নতুন জাতের উপর স্থাপন করা হয়েছে ৮টি করে প্রদর্শনী প্লট। এছাড়াও নতুন জাতের আম, জামরুল ও পেয়ারা গাছ ২৪টি কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। নতুন জাতের কচু এবং সজিনা সম্প্রসারণের জন্যও বিতরণ করা হয়েছে কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের মধ্যে। ইতিমধ্যে আবাদ হাজীখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলের সুজন ড্রাগন ফল উৎপাদন করে এলাকায় সাড়া জাগিয়েছেন।

যৌথ উদ্যোগে কচুরিপানা পরিষ্কার

কেতুয়ার খাল সংলগ্ন বিল উত্তর বাজারঘোনা পানি ব্যবস্থাপনা দলের ক্যাচমেন্ট এলাকার একটি বড় বিল। অতিরিক্ত পরিমানে কচুরিপানা এবং দলঘাসের কারণে ঠিকভাবে বিলের পানি নামতে পারে না। জলাবদ্ধতার মূল কারণ কেতুয়ার খালের নাব্যতা হ্রাস। এই বিলে প্রায় ২০০ একর ফসলি জমি রয়েছে। জলাবদ্ধতার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিলটি ব্লু গোল্ড এর সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। ডিএই-ব্লু গোল্ড কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ৫০ কৃষক পরিবারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের স্বল্প জীবনকালের আগাম জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের (ব্রি ধান ৫২) আবাদ করে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির কৌশল শেখানো হয়েছে। কিন্তু অতিবৃষ্টির কারণে শুরুতেই কার্যক্রমটি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সমাধানের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৩৫ জন সদস্য নিজেদের উদ্যোগে কেতুয়ার খালের কচুরিপানা ও দলঘাস পরিষ্কার করে বিলটির আংশিক জলাবদ্ধতা দূর করতে পেরেছে। নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে খালটি খনন করা প্রয়োজন। দলটি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খালটি খনন করার পরিকল্পনা করছে এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তার জন্য আবেদন করেছে ব্লু গোল্ড এর কাছে। খালটি খনন করা গেলে আগাম আমন জাতের ধান চাষের পাশাপাশি মসুর, সরিষা এবং মুগডাল চাষ করা যাবে, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্প পরিদর্শন

১ ও ২ আগষ্ট ২০১৭ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজার (ওয়াটার) রিয়াজ উদ্দিন খান ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় ব্লু গোল্ড এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটিং ডাইরেক্টর আমিরুল হোসেন, ডেপুটি টিম লিডার আলমগীর চৌধুরী এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড পটুয়াখালী পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হাসানুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। তারা ৪৩/২ডি পোল্ডারের পাটুখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং এলসিএস এর সাথে মতবিনিময় করেন। দলের সমাজভিত্তিক মাছ চাষ, স্লুইস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। এছাড়া তারা ৪৩/২এ, ৪৩/২বি, ৫৫/২এ, ৫৫/২সি এবং ৪৩/২এফ পোল্ডারে ব্লু গোল্ড পরিচালিত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

জিয়ালতলার জলাবদ্ধতার সমাধান

খুলনার ২৬ পোল্ডারের জিয়ালতলা পানি ব্যবস্থাপনা দলের নেতৃত্বে ও ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় খাল খনন ও স্লুইস গেটের মুখের আড়বাঁধ অপসারণ করে জলাবদ্ধতা দূর করা হয়েছে। ফলে কৃষিতে নতুন সম্ভাবনাসহ উন্নত হয়েছে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

গত ১৫ বছর ধরে জিয়ালতলার প্রধান সমস্যা হলো জলাবদ্ধতা। প্রতিবছর জুলাই থেকে অক্টোবর মাসে ৭৫ হেক্টরেরও বেশি জমির ফসল, বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় মুচিকাটা খাল এবছর এলসিএসের আওতায় খনন করা হয়েছে। খালটি খনন করা হলেও আউটলেটের মুখ পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি বের হতে পারেনি। এছাড়াও জিয়ালতলা স্লুইস গেটের মুখের আড়বাঁধ অপসারণ না করার কারণে জিয়ালতলা গেট দিয়েও ভালোভাবে পানি বের হতে পারতো না।

জিয়ালতলা পানি ব্যবস্থাপনা দলের নেতৃত্বে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই কাজে সহযোগিতা করেছেন। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য ও গ্রামের প্রায় ২০০ মানুষ ৫ ঘন্টা ধরে আউটলেটের মুখের ও জিয়ালতলা স্লুইস গেটের পলি অপসারণ করেন। পাশাপাশি জিয়ালতলা স্লুইস গেটের মুখের আড়বাঁধটিও তারা অপসারণ করেন।

সকলের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমন ধান, ঘেরের মাছ এবং সবজি ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সাথে জিয়ালতলা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সুসমন্বয়ের ফলে এই সমস্যা খুব কম সময়ে দূর করা সম্ভব হয়েছে। গ্রামবাসী এবং ইউপির এ ধরনের যৌথ উদ্যোগ আগামী দিনে যে কোন বড় ধরনের সমস্যা সমাধানে এলাকাবাসীকে প্রেরণা জোগাবে।

জলাবদ্ধতা সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ

বেড়বাড়ি তমালতলা পানি ব্যবস্থাপনা দল ইউনিয়ন পরিষদ ও দলের সদস্যদের সহায়তায় এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন করেছে। ফলে ২০ হেক্টর জমির আমন ধান, পুকুর, বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফলের গাছ, আঙ্গিনার সবজি ও চলাচলের রাস্তা জলাবদ্ধতার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। সুযোগ তৈরি হয়েছে রবিশষ্য চাষের।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ২ পোল্ডারের এই এলাকা প্রতি বছর জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পানির নীচে ডুবে থাকে। ফলে ফসলের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। রাস্তাঘাট ডুবে থাকায় চলাচলে অসুবিধা হয়, ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারেনা।

সমস্যা সমাধানের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দল তাদের সভায় আলোচনার পর ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করে। ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার জনগণের ভোগান্তির কথা বিবেচনা করে সহযোগিতার হাত বাড়ায়। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ নারী পুরুষ স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে প্রায় ২৫০ মিটার দীর্ঘ নালা দুই দুই বার পুন:খনন করে। ইউনিয়ন পরিষদ প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করে বেড়বাড়ি দক্ষিণ পাড়ায় রাস্তার উপর একটি পাকা কালভার্ট নির্মাণ করে নিকটবর্তী নিষ্কাশন খালের সংগে সংযুক্ত করে দেয়। এর ফলে এই এলাকার জলাবদ্ধতা দূর হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে কার্যকরী অংশিদারিত্ব তৈরি হলে এলাকার ছোট ছোট সমস্যা নিজেদের দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব বলে এলাকাবাসীরা জানান। তবে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সঠিক নেতৃত্ব ধরে রাখাও একটি চ্যালেঞ্জ বলে এলাকাবাসী মনে করেন।

নতুন পোল্ডারে নাটক প্রদর্শন

নতুন পোল্ডারের মানুষকে ব্লু গোল্ড কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্য খুলনার ৬ পোল্ডারে 'উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক নাটকের ৭টি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ৩ হাজার মানুষ এই কর্মসূচি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা পেয়েছে। নাটকে পোল্ডার এলাকার পানি ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও সমাধান, পোল্ডারবাসীর করণীয়, ব্লু গোল্ড এর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। অধিকাংশ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান। নাটক প্রদর্শনীতে ব্লু গোল্ড কর্মীগণ ও স্ব স্ব পোল্ডারের পানি ব্যবস্থাপনা দলের এডহক কমিটির সদস্যবৃন্দ সহযোগিতা করেন। প্রতিটি প্রদর্শনী শেষে দর্শকরা ব্লু গোল্ড কর্মসূচির সকল কাজে সহযোগিতার জন্য হাত তুলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। পাশাপাশি পোল্ডারের অন্যান্য জায়গায় এই নাটকের প্রদর্শনী করার অনুরোধ করেন।

আমরা শোকাহত

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পটুয়াখালী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মো. নজরুল ইসলাম মাতুব্বর পরলোক গমন করেন। তিনি দুই বছরের অধিককাল এই পদে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কর্ম জীবনে তিনি বিভাগীয় কাজে মেধা ও কুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। পটুয়াখালী জেলায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে তাঁর সহযোগিতা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ব্লু গোল্ড পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

নওয়াব আলীর বসতবাড়ি বাগান

ঠাণ্ডামারি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য নওয়াব আলী, খুলনার পোল্ডার ৩১ পার্টের বাসিন্দা। গরীব এই চাষীর বসতবাড়ির আয়তন মাত্র ১৫ শতাংশ। চার শতাংশে সবজি চাষ করেন তিনি। ২০১৬ সালে ব্লু গোল্ড পরিচালিত কৃষক মাঠ স্কুলে অংশগ্রহণ করেছেন। বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমুল চাষ, হাঁস-মুরগি পালন এবং পুষ্টি, এই তিন বিষয়ে কৃষক মাঠ স্কুলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তার মতে, শাকসবজির আবাদ তার কাছে কিছু নতুন নয়। স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয় সবজি চাষে প্রয়োগ করে অধিক লাভবান হয়েছেন। পঞ্চাশোর্ধ নওবাব আলী এখন অনেকের কাছে অনুকরণীয়। খামারজাত সার এবং স্থান পরিকল্পনার শিক্ষণ প্লট নওয়াব আলীর বাড়ি। তিনি বলেন, লাউ উৎপাদনে পিট পদ্ধতি অনুসরণে সাফল্য পেয়েছেন। তিনটি পিট থেকে লাউ উৎপাদন করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়েও আয় করেছেন ২ হাজার টাকা।

বিনা চাষে রসুন আবাদ তার ছোট বাগানে মসলা উৎপাদনের নতুন সংযোজন। গত ৬০ কেজি রসুন উৎপাদন করেছেন এবং তা বীজ হিসেবে রেখেছেন। স্কুলে অংশগ্রহণ করে প্রথমবারের মতো গাজর চাষ করেছেন। চার শতাংশ জমিতে এক মৌসুমে তিনি আবাদ করেছেন রসুন, বেগুন, গাজর, লাউ এবং শাক। পাঁচ মাসে বাগান থেকে আয় করেছেন ৪ হাজার টাকা, যা সংসারের অভাব দূর করতে সহায়ক হয়েছে। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি একটি পিট থেকে ৪০ কেজি খামারজাত সার তৈরি করে বাগানে ব্যবহার করেছেন। স্কুল শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও খামারজাত সার ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যাচ্ছেন। নওয়াব আলী কৃষক মাঠ স্কুল থেকে অর্জিত শিক্ষা নিয়ে খুব খুশি এবং অন্যদের তিনি এগুলো শেখাতেও আগ্রহী।

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: মো. আওলাদ হোসেন, সম্পাদক: তারেক মাহমুদ
সম্পাদনা পরিষদ: নাছরিন আক্তার খান (বাপাউবো), মো. হুমায়ুন কবীর (ডিএই), সোহরাব হোসেন, সুমনা রানী দাশ, জি. এম. খায়রুল ইসলাম
সংবাদ সহায়তায়: শীতল কৃষ্ণ দাস, মো. মাকসুদুর রহমান, রবিউল আমীন, শামীম আলম, আশিক বিল্লাহ, ফারজানা রহমান মৌরী, শেখ মহিবুল্লাহ, আব্দুল খালেক, মো. মসিউর রাহমান
যোগাযোগ: ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ■ bluegoldbd.org ■ www.facebook.com/bluegoldprogram